হিমালয়ান আর্ট প্রডুসার্সের
মরণের পরে
PHOTO ARTS.
পরিবেশক. অঞ্জন ফিল্মস

হিমালয়ান আর্ট প্রড্যুসার্সের নিবেদন—

✻ মরণের পরে ✻

প্রযোজনায় ঃ পূর্ণচন্দ্র দাশ ও অজিত দাশ। সঙ্গীত ঃ সরগম্। কাহিনী ও সংলাপ ঃ অজিত মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ঃ অনিল দত্ত। আলোক চিত্র ঃ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। শব্দধারণ ঃ শিশির চ্যাটার্জী। নৃত্য ঃ অতীন লাল। গীতিকার ঃ মোহিনী চৌধুরী ও প্রণব রায়। সম্পাদনায় ঃ নির্ম্মলানন্দ মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ঃ অনাদি মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দ্দেশনায় ঃ বিজয় বোস। রূপসজ্জায় ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী। স্থিরচিত্রে ঃ স্টুডিও এক্স। যন্ত্র সঙ্গীতে ঃ সুরশ্রী। স্টুডিও তত্ত্বাবধানে ঃ প্রমোদ সরকার।

পরিচালনা ঃ—সতীশ দাশগুপ্ত

● সহকারীগণ ●

পরিচালনা ঃ ধীরেন দত্ত ও নারায়ণ দাস। আলোকচিত্র ঃ ননী দাস, বিনয় রায় ও ক্ষেত্রলেঙ্কা। শব্দধারণ ঃ ধরণী রায় চৌধুরী। ব্যবস্থাপনায় ঃ জগদীশ মণ্ডল ও সতীশ। শিল্পনির্দ্দেশ ঃ অনুবর্দ্ধন, হরেন দাশ। আলোক চিত্র ঃ হেমন্ত, শান্তি, অনিল, মন্টু ও ধ্রুব। রূপসজ্জায় ঃ অনাথ মুখোপাধ্যায়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

বসাক এণ্ড দে। জুয়েলার্স ঃ সরোজ সরকার। ডাঃ এম চ্যাটার্জী (লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হস্পিট্যাল)। পি, এন, মুখার্জী এণ্ড সন্স লিঃ— কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট্॥

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

রূপায়ণে

ভারতী দেবী, প্রণতি, সুচিত্রা সেন, শোভা সেন, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, উত্তম কুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভূ মিত্র, বীরেন, শ্যাম লাহা, শোভা সেন, নীলিমা দাস, নমিতা দত্ত, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, রেখা চ্যাটার্জী, বীণা দাস, দেবী টুলু, রেবী রেখা, মিস জোন্স, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, হরিধন, বেচু সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, আশু বোস, জয়নারায়ণ মুখোঃ, ধীরাজ দাস, অনিল দত্ত, মাণিক বন্দ্যোঃ (এঃ), শ্রীকণ্ঠ, উৎপল, তুষার কান্তি, প্রশান্ত (পাউ); ভগদ, প্রভাত, অনাদি, শ্যামল, শিশির বন্দ্যোঃ ধীরেন, বিনয় ভট্টাচার্য্য, অনিল ধর, মিহির মিত্র, শৈলেন গাঙ্গুলী, মন্টু, বাবুল, ইন্দ্রানী, জ্যোৎস্না, শ্যামলাল, প্রেমানন্দ, ঋষিকেশ, আরতি চ্যাটার্জী প্রভৃতি

চলচ্চিত্রাংশ

বাঙ্লার একটি ক্ষুদ্র গ্রামের এক পর্ণকুটীর আজ শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে মুখরিত হল। এক পিতৃমাতৃহীনা কন্যার বিবাহ দিবস। দরিদ্র মামা ও মামী এই কন্যাদায় উদ্ধারের আনন্দে-দিশাহারা। হঠাৎ সমস্ত আনন্দ উৎসব ম্লান হয়ে গেল। বরপক্ষ পণের টাকা সম্পূর্ণ না পাওয়ায় তুলে নিয়ে গেল বর। গ্রামের আনাচে কানাচে সুরু হ'ল এই আলোচনা। নরহরি ঘটকের জেদ চাপলো। সে সেই লগ্নে কন্যাকে পাত্রস্থ করবেই। কিন্তু গ্রামে বর খুঁজে পাওয়া দায় হ'ল। কারণ মেয়েটা আপন ভোলা। মাঝে মাঝে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে। বিড় বিড় করে বকে, কাঁদে, হাসে। গ্রামের কেউ কেউ বলে ওর ওপর দেবতার ভর হয়। কেউ বলে ওটা পাগল। আবার কেউবা বলে ভূতে পেয়েছে।

তাই নরহরি ছুটলো শহর থেকে আসা জমিদার রায় বাহাদুর ভুজঙ্গ চৌধুরীর কাছে। নরহরির কাকুতি মিনতিতে বিপত্নীক রায় বাহাদুর রাজি হলেন বিবাহে। নিরানন্দ পর্ণকুটীর আবার ভরে উঠলো আনন্দে। জমিদার রায় বাহাদুরের সঙ্গে স্মৃতিকণার বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু এ আবার কি অঘটন! শুভদৃষ্টির সময় স্মৃতিকণা রায় বাহাদুরকে দেখে 'কে' 'কে' বলে জ্ঞান হারালো। হায় হায় করে উঠলো সকলে। জমিদার নরহরিকে বললেন, "নরহরি, আমার বয়সটা বোধ করি ও সহ্য করতে পারলো

না।” কিন্তু তাই কি? জমিদারের বয়সটাই কি স্মৃতিকণার সব? না, এর অন্য কোন রহস্য আছে?

বিয়ে মিটে গেল। জমিদার রায় বাহাদুর ভুজঙ্গ চৌধুরী নব পরিণীতা বধূ নিয়ে ফিরলেন ক'লকাতায়। ভুজঙ্গ চৌধুরীর বিবাহযোগ্যা কন্যা তনিমা তার নতুন মাকে বরণ করে ঘরে তুললো।

তনিমার বেশ লাগে নতুন মাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ঐ পাগলামী দুর্বিসহ হ'য়ে দাঁড়ায় তনিমার কাছে। একদিন দেওয়ালে টাঙানো ফটো ভাঙতে দেখে ভুজঙ্গ চৌধুরী উন্মাদ বলেই ধরে নেন স্মৃতিকণাকে। ডাক্তার ডাকা হ'ল। কেউ বলে হিষ্টিরিয়া। কেউ মন্তব্য করে রোগটা কি ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু, আসলে স্মৃতিকণার রোগটা কি?

শেষে একদিন ভুজঙ্গ চৌধুরী স্মৃতিকণাকে রাঁচিতে কর্ণেল চ্যাটার্জির মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠালেন। সঙ্গে গেল কন্যা তনিমা আর তার হবু-স্বামী রজত গাঙ্গুলীও। কর্ণেল চ্যাটার্জি স্মৃতিকণার মধ্যে সন্ধান পেলেন এক নতুন রোগের। তাঁর সহকারী তরুণ ডাক্তার অশোকের ওপর তিনি স্মৃতিকণার চিকিৎসার ভার দিলেন।

ডাক্তার অশোককে দেখে সপ্তদশী স্মৃতিকণার মধ্যে মাতৃত্ব জেগে ওঠে। পুত্রস্নেহে সে অশোককে কাছে টেনে নেয়। তার চিকিৎসাধীনে স্মৃতিকণা ক্রমশঃই আরোগ্য লাভের পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই মেলামেশার ফলে তনিমার মন থেকে রজত গাঙ্গুলী বিদায় নিলো ধীরে ধীরে—সেখানে উদয় হ'ল ডাঃ অশোক।

একদিন ডাঃ অশোক তনিমাকে জানালো যে তাদের দু'জনের মিলন অসম্ভব। কারণ তার বংশ পরিচয় অজ্ঞাত।

আবার একদিন এক অঘটন ঘটে গেল। স্মৃতিকণা দেখলো এক শীর্ণকায় লোলচর্ম বৃদ্ধ চোরকে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, “কে, গুরুদাস না?” তার এই অস্বাভাবিক চিৎকারে আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে এলো

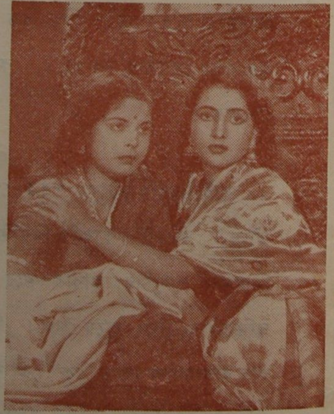

সকলে। বৃদ্ধ লোকটি পালাতে চেষ্টা করলো—কিন্তু ধরা পড়ে গেল।

স্মৃতিকণা আবার জ্ঞান হারালো। গুরুদাস পাথরের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল —স্মৃতিকণা কেন আবার জ্ঞান হারালো।

কে স্মৃতিকণা? তার রোগটাই বা কি? আর গুরুদাসই বা কে?

আপনার সামনের রূপালী পর্দা-এর সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

আমি কী যেন জানাতে চাই গো, ভাষা নাই গো।
না পারি রহিতে, না পারি কহিতে
ভাবিয়া কুল নাহি পাই গো
ভাষা নাই ভাষা নাই গো ॥
মনের গভীরে আঁকি যে ছবিরে
সে ছবি দেখে না কেউ তো
কূলে কূলে নদী ভরা থাকে যদি
সেখানে ওঠে না ঢেউ তো ॥
যে কথা সরমে লুকানো মরমে
আঁখিতে যে লেখা তাই গো
ভাষা নাই ভাষা নাই গো ॥
পাপিয়ারে ডাকি বলে দে ও পাখী
যারে চাহি, কোথা রয় সে ?
মধুর স্বপনে যে আসে গোপনে
নয়নে অজানা নয় সে।
আমারে আভাষে জানিতে যে আসে
তাহারি গান শুধু গাই গো
ভাষা নাই ভাষা নাই গো ॥

কথা—মোহিনী চৌধুরী

(২)

একটু যদি ভালো লাগে সেই তো ভালো জানি
একটু অনুরাগের রঙে রাঙায় অনেকখানি
ভ্রমর শুধু জানে ফুলের গোপন মনের কথা
নেওয়ার চেয়ে প্রাণে যে তার দেওয়ার আকুলতা
তাই বুকের মধু বিলাতে দেয়
অলিরে হাত ছানি ॥
পতঙ্গরে জ্বালায় প্রদীপ
সেও তো নিজে জ্বলে
এই জীবনে তারেই শুধু
ভালোবাসা বলে
ভালোবাসার মধুর খেলায়
তাই তো গো হার মানি ॥

কথা—প্রণব রায়

(৩)

এই বাবুজিদের জলসাতে আজ মন গিয়েছে চুরি
তাই মনচোরে বাহুর ডোরে বাঁধব বলে ঘুরি
মন গিয়েছে চুরি মন গিয়েছে চুরি ॥
মনের খবর কে রাখে মোর
আপন মনে সবাই বিভোর
যার আঁখির পানে চাই, সে প্রাণে
হানে আঁখির ছুরি ॥
আমি মন দিয়ে মন করবো আপন
ছিল মনের আশা
আর মনের মনিকোঠায় ছিল একটু ভালোবাসা।
মাতাল করে রূপের নেশায়
কে চুপি চুপি মন নিয়ে যায়
ঠোঁটে ঢালে কী মাধুরী
ও সে জানে কী চাতুরী ॥

কথা—মোহিনী চৌধুরী

(৪)

ছম্মা হো ছম্মা চম্ চকাচক্ চম্মা
ও হ্যর্ দিল্ মেঁ উমঙ্গ নাচে
প্যার কী তরঙ্গ নাচে আ আ
[প্যারী কে সঙ্গ পিয়া নাচে ছমাছাম,] ছম্
হো ছম্মা হো ছম্মা চম্ চকা চক্ চম্মা
ও আয়া নাচকা মৌসম সখি
আও নাচে হ্যম্
প্যারীকে সঙ্গ পিয়া নাচে
ছমা ছাম
দুনিয়ামে দো দিনকী বাহার আয়ে
দেখো) চাঁদনী ছায়ে
দেখো) প্যান্ছী গায়ে
আও) হাঁস হাঁসকে ম্যাওয্ কৗইয়ে রাতেঁ বাতায়েঁ
ক্যাহো) কাহে ফির আহেঁ অওর কাহে ফির গ্যম
ও জী দেখো ন্য টুট্ যায়েঁ স্বপনেঁ মিঠেঁ
কাঁহী দিল্ ন্য টুটে ন্যহী, বন্ধান্ ছুটে
আও জী ভারকে জীওন কী মস্তি লুটেঁ
আব্ প্যাল্মেঁ মিট্যায়েঙ্গে জ্যয়সা শ্যবনাম।

কথা—মোহিনী চৌধুরী

আজ্‌কে যারে হাসাও তারে কালকে
আঘাত হানো
ভগবান তোমার খেলা তুমি শুধুই জানো ভগবান॥
অন্ধ যারা তোমায় তারা অন্ধ ভেবে হাসে
আর অবোধ যারা ক্ষণিক সুখের ভেলায়
তারা ভাসে ;
তুমি জোয়ার দিয়ে কূল ভাসিয়ে ভাঁটির
টানে টানো ॥
সোনার হরিণ মায়ার হরিণ ধায় যে তারি পিছে
তুমি আশার আশায় সারা জনম ঘোরাও
তারে মিছে
সব হারায়ে যে জন কাঁদে সবি দেবে তায় জানি
জানি চোখের জলে গলবে পাষাণ তোমার
হৃদয়খানি
জানি যে আকাশে আঁধার আসে প্রভাত
সেথা আনো
ভগবান তোমার খেলা তুমিই শুধু জানো ॥

কথা—মোহিনী চৌধুরী

* পরবর্ত্তী আকর্ষণ *

ভিনায়ক প্রোডাকসন্সের

জ্যোতিষী

কাহিনী :- গজেন্দ্র কুমার মিত্র

পরিচালনা :- সতীশ দাশ গুপ্ত

পাপ ও পাপী

D/10 D. G. art.

কাহিনী :- মুরারী মোহন সেন

রূপায়ণে :- শ্রেষ্ঠ শিল্পী গোষ্ঠী

একমাত্র পরিবেশক : অঞ্জন ফিল্মস্

মীরা মুখোপাধ্যায়

অজিত মুখোপাধ্যায়

অঞ্জন ফিল্মসের প্রচার সচীব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও জুবিলী প্রেস, ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩, কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৮/বি, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০